বিবেকানন্দ ঃ বিজ্ঞান ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা

ডঃ অরিজিৎ দাস

আমি একজন রসায়নের অধ্যাপক। বিভিন্ন বিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করাই আমার কাজ। বিক্রিয়ার গতিবেগ হ্রাস পেলে আমরা যেমন বাইরে থেকে কোন পদার্থ যোগ করে বিক্রিয়ার গতিবেগ বাড়াই যাকে আমরা বলি ধনাত্বক অনুঘটক অর্থাৎ Positive Catalyst. আবার যখন কোনও বিক্রিয়ার গতিবেগ মাত্রারিক্তভাবে বেড়ে যায় তখন আমরা আবার কোনও পদার্থ যোগ করে গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করি যাকে আমরা বলি Negative Catalyst.

যুগাবতার, ভারত আত্মার প্রাণপুরুষ, যার প্রতিটি বাণী প্রাণে নতুন স্পন্দনের সঞ্চার করে সেই স্বামী বিবেকানন্দ হচ্ছেন ঠিক তেমনি মানুষ জীবনের ধনাত্বক অর্থাৎ Positive Catalyst । যিনি প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করছেন। যাকে সতিকারের অনুধাবন করলে বিবেকের আনন্দ বাড়বে বৈ কমবে না। তাই তিনি বিবেকানন্দ অর্থাৎ বিবেকের আনন্দ।

প্রগতিশীল পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে এই প্রাণপুরুষের আগমন হয়েছিল। শৈশব থেকেই ধর্মের প্রতি ছিল তার এক প্রবল আকর্ষণ। চোখ আর স্নায়ুশূন্য সমাজে বাণীপ্রচারের উপযুক্ত বাহনরূপে, লালসা আর অজ্ঞতায় ঘেরা সমাজে, জাতির প্রতি বজ্জাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার পথ আগলে দাঁড়ানো ও সর্বশেষে প্রমাণিত মানুষে মানুষে বিভেদ শুধু মানুষ সৃষ্ট, মানুষ কল্পিত ও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা বর্তমান অবক্ষয়ের জন্য ধর্ম দায়ী নয়, দায়ী সঠিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে ধর্মকে সঠিকভাবে অনুসরণ না করা। অমেরুদন্ডী সমাজের এই মেরুদন্ডের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মান ও হুশ যুক্ত কিছু শ্রেণী গঠন। যাদের শিরায় প্লাবিত হয় রক্তধারা। যাদের মন নামক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স থাকবে পরিষ্কার সর্বদা। যারা দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ হবে ভেদাভেদহীন নতুন সমাজ গড়ার। আমরা কত কি করি। শিল্প, সাহিত্য, ছবি, গান, কবিতা। কেউ কেউ মনে করেন এই যে গড়তে পারার ক্ষমতা এইটাই মানুষের মনুষ্যত্ব। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এর চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। মানুষের যেটা বিশেষ ক্ষমতা, যার জন্য তাকে সত্যি বাহবা দেওয়া যায় তা হল প্রকৃত শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষ গড়া, নিজের পছন্দমত ধাঁচে কারোর জীবন গড়া। প্রাণীবিজ্ঞান আর রসায়ণ শাস্ত্রকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটও অনেক মূল্যবান বস্তু গড়তে পারে। কারণ গড়া মানে আসলে ভৌতিক বস্তুতে রূপান্তর সাধন। সেটা একমাত্র মানুষই পারে মূলত শিক্ষক সমাজ ও সমাজব্যবস্থা। এ কথা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেহাৎ ছেলেমানুষী। কিন্তু নিজের কিছু ছোট ছোট স্বার্থ ত্যাগের মাধ্যমে উন্নত থেকে উন্নতর সমাজ গড়া শিক্ষক ছাড়া (মান ও হুশ সমৃদ্ধ কিছু ব্যক্তি বিশেষ) আর কেউ পারে না।

স্বামীজী বলতেন "যারা পরের জন্য জীবন ধারণ করে তারাই যথার্থ জীবিত। অন্যেরা মৃতের অধম।"

তিনি বলতেন "Man making and character building is my mission " তা নিছক কথার কথা নয়। আজ যে ভারতের এত অধঃপতন তার মূল কারণ অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে আমরা চরিত্র সম্পদে বলীয়ান নই। আমরা মনুষ্য পদবাচ্য নই। মানুষ হতে গেলে চাই মানুষ গড়ার শিক্ষা। শিক্ষা থেকে নিজের উপর বিশ্বাস আর আত্মবিশ্বাসের বলেই অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জেগে উঠেন। আমরা জানি না যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে অনন্ত শক্তি। সে শক্তিকে জাগাবার জন্যই চাই শিক্ষা। প্রতিটি হৃদয়ে যখন এই শিক্ষার আলো জ্বলবে তখন কারও সাধ্য হবে না এদেশকে পিছনে ফেলে রাখতে, এ দেশের মানুষকে পিছনে ফেলে রাখতে। আমাদের, মূলত বিশ্ব সমাজের চাই উদ্যম, চাই শক্তি, চাই সাহস, চাই ধনাত্বক কিছু সুস্থ চিন্তা। যৌবনে ছাত্রসমাজের মনের সমস্ত শক্তি সতেজ থাকে তখনই ওদের দিয়ে কিছু অসাধ্য সাধন করানো সম্ভব।